কুর্দি ও কুর্দিস্তান

এক ভাগ্যবঞ্চিত জাতিসত্তার উপখ্যান

আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড সিরিজ : ০৪

কুর্দি ও কুর্দিস্তান

এক ভাগ্যবঞ্চিত জাতিসত্তার উপখ্যান

মূল

চেঙ্গিজ ঘুনেস

অনুবাদ

মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার | সাজিদ হাসান

সম্পাদনা

মোস্তফা আল হোসাইন আকিল

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা

ইন্তিফাদা বুকস

কুর্দি ও কুর্দিস্তান

আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড সিরিজ : ০৪

মূল	চেঙ্গিজ ঘুনেস
অনুবাদ	মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার । সাজিদ হাসান
সম্পাদনা	মোস্তফা আল হোসাইন আকিল
প্রথম প্রকাশ	২০২৪
প্রচ্ছদ	আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ নাফিস নাওয়ার
পৃষ্ঠাসজ্জা	মুহারেব মুহাম্মাদ
স্বত্ব	প্রকাশক
প্রকাশক	আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা	ইন্তিফাদা বুকস:
পরিবেশনা	ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র	দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট ১ম তলা, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন: +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস) +৮৮০ ১৭১৬৭-৯৭৫৪৯ (অফিস)
অনলাইন পরিবেশক	rokomari - wafilife
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৬০-১-৫
মুদ্রিত মূল্য : ৩৩০ ৳	

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা । ৭
সম্পাদকের কথা । ৯
অনুবাদকের কথা । ১১
শুরুর কথা । ১৩

অধ্যায় ১

পরিবর্তনশীল মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দিদের নবজাগরণ । ১৭
১.১ কুর্দি সংকটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । ২২
১.২ ষাটের দশকে কুর্দি জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান । ২৯
১.৩ মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি এবং কুর্দি সঙ্কট । ৩৮

অধ্যায় ২

ইরাকের কুর্দি লড়াই: একটি টেকসই সমাধানের দিকে । ৪৯
২.১ ইরাকে কুর্দি সংঘাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । ৫১
২.২ কুর্দি স্বায়ত্তশাসনের মজবুতকরণ এবং কেআরআই । ৬১
২.৩ কেআরআই-এর চ্যালেঞ্জ । ৭০

অধ্যায় ৩

তুরস্কের কুর্দি সংঘাত: ধারাবাহিক উন্নতি এবং হঠাৎ উল্টোযাত্রা । ৭৬
৩.১ তুরস্কের কুর্দি সংঘাত: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । ৭৮
৩.২ সংঘর্ষের রূপান্তর এবং তুরস্কে গণতন্ত্রের সূচনা । ৮৬
৩.৩ সংঘাতের নতুন এক সহিংস পর্যায় । ৯৪

অধ্যায় ৪

সিরিয়া যুদ্ধ এবং কুর্দিদের উত্থান। ১০৪

৪.১ সিরিয়ার কুর্দি দ্বন্দ্ব: প্রেক্ষাপট ও প্রধান ঘটনাপ্রবাহ। ১০৭

৪.২ দ্য ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন অফ নর্দার্ন সিরিয়া (ডিএফএনএস)। ১১৭

৪.৩ যেসকল চ্যালেঞ্জের মুখে আছে ডিএফএনএস। ১২৬

অধ্যায় ৫

ইরানের কুর্দি সংঘাতের রূপান্তর। ১৩৪

৫.১ ইরানের কুর্দি সংঘাতের ঐতিহাসিক বিবরণ। ১৩৬

৫.২ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশক : ইরানে কুর্দি রাজনৈতিক সক্রিয়তার পুনরুত্থান। ১৪২

অধ্যায় ৬

পরিবর্তনশীল মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দি প্রত্যাশা। ১৬০

৬.১ কুর্দি প্রত্যাশার বিরোধীরা। ১৬৪

৬.২ মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দি প্রত্যাশা। ১৭৩

প্রকাশকের কথা

সেপ্টেম্বর ২০১৫। তুরস্কের এক নির্জন সমুদ্রতীরে লাল জামা পরে নিথর হয়ে পড়ে ছিল ছোট্ট আয়লান কুর্দি। কোনো এক সাংবাদিকের ক্যামেরায় ফ্রেমবন্দি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সেই ছবি, যা মুহূর্তেই পৃথিবীর বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিল। শরণার্থী শিশু আয়লান ও তার পরিবারের গ্রিসে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন নিমিষেই মিলিয়ে গিয়েছিল ভূমধ্যসাগরের অথই জলের তরঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, শরণার্থী সংকট, আর একটি জাতির সংগ্রামের প্রতীক হয়ে আয়লান যেন নিঃশব্দে বিশ্বের সামনে প্রশ্ন রেখেছিল—কুর্দিদের বেঁচে থাকার অধিকার কি শুধুই কল্পনা?

কুর্দিরা সেই প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সমতল ভূমি ও পাহাড়ের বুকে বসবাস করা এক ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠী। তাদের বীরত্বগাথা যেন ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ইসলামের সূচনালগ্নে রোম ও পারস্য বিজয়ের পরপরই কুর্দিরা ইসলাম গ্রহণ করে, এবং তাদের বীরত্ব বিভিন্ন বিজয়-অভিযানে গৌরব অর্জন করে। সালাহউদ্দিন আইউবি, যিনি ক্রুসেডারদের কবল থেকে বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধার করেছিলেন, তিনিও ছিলেন কুর্দি বীর। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লিকানের মতো মনীষীরাও ছিলেন জাতিতে কুর্দি, যা তাদের প্রাচীন গৌরবের এক জীবন্ত প্রমাণ।

কিন্তু এমন গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক একটি জাতি আজ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের শিকার। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা কুর্দিদের এই দুর্ভাগ্যের জন্ম দেয়। একক মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন জাতিগত বাঁধনে খণ্ড-বিখণ্ড করা হলেও, কুর্দিদের ভাগ্যে তাদের নিজস্ব ভূমি আর জোটেনি। তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, ইরানে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে আজ তারা একটি নিঃশব্দ প্রতিবাদের নাম। স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত কুর্দিরা

বসে থাকেনি; তারা অস্ত্র তুলে নিয়েছে, প্রতিরোধ করেছে।

আর সেই দুর্দান্ত সংগ্রামের গল্পটিই ধরা রয়েছে চেঙ্গিজ ঘুনেজের এই বইয়ে। কুর্দি সংকট, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীল রাজনীতি, এবং একটি অবহেলিত জাতির আর্তনাদ যেন শব্দের রূপ নিয়েছে এই বইয়ের প্রতিটি পাতায়। স্বপ্নের কুর্দিস্তান কি কখনো সফলতার মুখ দেখবে, না-কি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো স্বাধীনতার টোপ দেখিয়ে বারবার নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করে যাবে কুর্দিদের? বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ক্ষমতা বিস্তারের লড়াই ও নোংরা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে বলি-হতে-থাকা কুর্দিদের বেদনাগাথা ও লড়াই-সংগ্রামের অনবদ্য বিবরণ উঠে এসেছে এই বইয়ে।

'আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড' সিরিজের চতুর্থ বই এটি। 'ইয়েমেন ক্রাইসিস', 'দ্য ওয়ার অন দি উইঘুরস' এবং 'দ্য চিফ উইটনেস' নামে তিনটি বইসহ সিরিজের মোট চারটি বই একসাথে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। আশা করি এই বইগুলো আপনার দৃষ্টিকে শানিত করবে, নতুন করে ভাবতে শেখাবে এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি করবে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী মজলুম মুসলিমদের বিষয়ে আপনাকে সচেতন করে তুলতে ভূমিকা রাখবে। যদি আমাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়, তবেই আমরা সফল ইনশাআল্লাহ।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল

০৭/১১/২৪

◈ ◈ ◈

সম্পাদকের কথা

কুর্দি জনগোষ্ঠী হলো প্রাচীন মেসোপটেমিয়ান সমতল ভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক, উত্তর-পূর্ব সিরিয়া, উত্তর ইরাক, উত্তর-পশ্চিম ইরান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আর্মেনিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে তারা।

২.৫ থেকে ৩.৫ কোটি কুর্দি এসব পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করে। মধ্যপ্রাচ্যের চতুর্থ বৃহত্তম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী তারা। কুর্দিদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম এবং উপগোষ্ঠীর উপস্থিতি থাকলেও তাদের সিংহভাগ সুন্নী মুসলিম।

এই কুর্দিরা কখনো স্থায়ী একটি রাষ্ট্র পায়নি। বিংশ শতকের শুরুর দিকে কুর্দিদের অনেকে নিজেদের জন্য "কুর্দিস্তান" নামক একটি রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করে। ১ম বিশ্বযুদ্ধ শেষে উসমানী সাম্রাজ্যের পতনের পর যুদ্ধজয়ী পশ্চিমা জোট ১৯২০ সালের সেভ্রে চুক্তি অনুযায়ী কুর্দিদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা নেয়।

তবে কয়েক বছর পরই ঐ সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়, যখন লুসান চুক্তি অনুসারে আধুনিক তুরস্কের সীমানা নির্ধারিত হয় এবং কুর্দিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয় না। কুর্দিরা তখন নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করতে বাধ্য হয়। পরবর্তী ৮০ বছরে নিজেদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনে কুর্দিদের নেওয়া প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাকেই প্রতিটি দেশে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়।

"দ্য কুর্দিস ইন অ্যা নিউ মিডল ইস্ট" বইয়ে লেখক চেঙ্গিজ গুনেস দ্রুত পরিবর্তনশীল মধ্যপ্রাচ্যের প্রেক্ষাপটে কুর্দি জনগণের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি গভীর এবং চিন্তাশীল আলাপ করেছেন। গভীর বিশ্লেষণ এবং গভীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ গুনেস এই অঞ্চলজুড়ে

কুর্দিদের জটিল বাস্তবতার আলোচনা টেনেছেন।

গুনেস কুর্দিদেরকে শুধু রাষ্ট্রহীন এবং নিপীড়িত জাতিগত গোষ্ঠী হিসেবে দেখেন না। বরং, কুর্দিরা কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রবাহে সক্রিয়ভাবে জড়িত তা নিরীক্ষণ করেন। ইরাকের সাদ্দামের সময় এবং সাদ্দাম-পরবর্তী পুনর্গঠন, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ বা তুরস্ক, ইরান এবং সিরিয়ার মতো আঞ্চলিক শক্তির সাথে রাজনৈতিক খেলায় কুর্দিরা সক্রিয় ও প্রভাবশালী পক্ষ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে এখানে। সবসময় কেবল নিষ্ক্রিয় শিকার হয়েই ছিল না কুর্দিরা।

কুর্দিদের সংগ্রাম নিয়ে এখানে লেখকের আলোচনাটা বেশ গতিশীল। আরব বসন্ত, আইসিসের উত্থান, চলমান সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ এবং মার্কিন-তুরস্ক সম্পর্কের পরিবর্তনশীল গতিশীলতা—সবই কুর্দি রাজনৈতিক কৌশলগুলোকে পুনর্নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গুনেস স্বায়ত্তশাসনের জন্য কুর্দিদের আকাঙ্ক্ষা এবং তারা যে দেশে বাস করে সেখান থেকে তারা যেরূপ বিরোধিতার মুখোমুখি হয়, সেগুলোও তুলে ধরেন। ইরাক ও সিরিয়ায় কুর্দি জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য স্বায়ত্তশাসন লাভ করলেও, তুরস্ক ও ইরানে অব্যাহত দমনপীড়ন এবং শত্রুতার ফলে কুর্দিদের রাজনৈতিক স্বীকৃতির জন্য চলমান চ্যালেঞ্জের চিত্র তুলে ধরেন। বইটি তাদের রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য কুর্দি প্রচেষ্টার সাফল্য এবং বিপর্যয় উভয়ই স্বীকার করে।

অনুবাদক মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার এবং সাজিদ হাসান দারুণ কাজ করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক সংঘাত নিয়ে লেখা বইগুলো সাধারণত জটিল ও দুর্বোধ্য হয়। প্রাঞ্জল ও সরল ভাষান্তর করতে না পারলে অনুবাদগ্রন্থ পড়াটাও কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু এই জায়গায় তারা নিপুণভাবে সুখপাঠ্য অনুবাদ আঞ্জাম দিয়েছেন।

মোস্তফা আল হোসাইন আকিল

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুবাদকের কথা

আজ থেকে তিন বছর আগে, অর্থাৎ ২০২১ সালে আবদুর রহমান আদ-দাখিল ভাই আমাকে ইনবক্সে একটা কাজ অফার করেন। বলেন যে, কুর্দিদের নিয়ে ১৩০ পৃষ্ঠার জম্পেশ একটা বই আছে, আমি সেটা করবো কি না। আমি তো রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু রাজি হবার পর কাজ ধরে শুরু হলো আমার আলসেমি! কাজ তো আর আগায় না!

আল্লাহই জানেন, অবস্থা এক পর্যায় এমন দাঁড়ালো যে আমার মনে হচ্ছিল কেউ নজর দিয়ে দিলো কি না। এতো ছোট একটা বই, চূড়ান্ত অলসতা নিয়ে করলেও তো একটা পর্যায়ে শেষ হয়ে যাবারই কথা। আমার হচ্ছে না কেন? যাইহোক, এরকম অচলাবস্থার একটা পর্যায়ে বইয়ের কিছু অংশ দিয়ে দেওয়া হয় সাজিদ হাসান ভাইকে। হ্যাঁ, চমৎকার সব উপন্যাসের লেখক আমাদের সাজিদ হাসান ভাই। ভাই বইয়ের বাকিটুকু শেষ করে জমা দেন।

এরপরও চলে গেছে লম্বা একটা সময়। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম বইটার কথা। আবু বকর ভাই সম্প্রতি বইটির কথা বলায় মনে পড়লো, ওহহো! একদা আমি তো একটি বই অনুবাদের নামে ম্যালা গড়িমসি করেছিলাম! যাক, এরপর কাজ এগুলো। প্রুফ দেখা, টুকিটাকি আরো কিছু কাজ করার পর অবশেষে বইটি এখন আপনার হাতে। আলহামদুলিল্লাহ!

বইটি আলোর মুখ দেখার পেছনে অবদান পুরোটাই আবদুর রহমান ও আবু বকর ভাইদ্বয়ের। এই অনুবাদকের কথা নামক অংশে দু'চার কথা লেখার সুযোগ পেয়েই গেলাম, তখন তাদের কাছে আসলে মাফ চেয়ে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখছি না। ভাইদেরকে প্রচুর বিড়ম্বনায় ফেলার জন্য সত্যিই ক্ষমাপ্রার্থী আর আল্লাহর কাছে তাদের জন্য জাযাপ্রার্থী।

কুর্দিদের বিষয়ে অল্পের মধ্যে সামগ্রিক একটা ধারণা তো বটেই, মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কেও বেশ কিছু আইডিয়া পেতে এই বইটি আপনাকে অনেকখানিই কাজে দেবে ইনশাআল্লাহ। আমি অন্তত এমনটাই মনে করি।

মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার

নভেম্বর ১, ২০২৪
সিলেট।

শুরুর কথা

কুর্দিস্তান। মধ্যপ্রাচ্যের যে অঞ্চলটির বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছে কুর্দি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে জন্ম নেওয়া এক নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা খণ্ডবিখণ্ড করে দেয় কুর্দিস্তানকে। এই নব্য ব্যবস্থায় কুর্দিস্তান হয়ে পড়ে ইরাক, ইরান, তুরস্ক এবং সিরিয়া—এই চার দেশের সীমান্তে বিভক্ত কিছু এলাকা আর এই দেশগুলোতে কুর্দিরা পরিণত হয় উল্লেখযোগ্য আকারের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে। এরপর থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক অধিকার আর স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য কুর্দিদের লাগাতার প্রচেষ্টা। কিন্তু তাদের এই অব্যাহত প্রচেষ্টা মুখোমুখি হয়েছে তীব্র দমনপীড়নের। বরাবরই এই কাজটা করা হয়েছে নৃশংসভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, যেটা সংঘাতকে আরো বেশি তিক্ত করে তোলা এবং পরিস্থিতিকে আরো বেশি সহিংসতার দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চল (KRI) তাদের স্বাধীনতার বিদায়ে বিপর্যয়কর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এর আগ পর্যন্ত কুর্দিদের মধ্যে বিশ্বাসের একটা পারদ তরতর করে বাড়ছিল যে মধ্যপ্রাচ্যে অবশেষে 'কুর্দিদের সময়' এসে গেছে। ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের ফলে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তা ইরাকি কুর্দিদের দুই রাজনৈতিক দল—কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (কেডিপি) এবং প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়ন অফ কুর্দিস্তান (পিইউকে)-কে পরিণত করেছিল এই অঞ্চলের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে। সাদ্দাম হোসেনের বাথিস্ট স্বৈরশাসনের পতনের পর গঠিত নতুন ফেডারেল রাষ্ট্রে কুর্দিদের দেওয়া হয়েছিল ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন। কুর্দিদের দাবিগুলো মেটানো হয়েছিল অনেকাংশেই। কিন্তু বিতর্কিত অঞ্চলগুলির চূড়ান্ত মর্যাদা নির্ধারণে ব্যর্থতা, নূরী আল-মালিকি সরকারের স্বেচ্ছাচারের বাড়বাড়ন্ত (২০১০-২০১৪) এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা—সবকিছু মিলেঝিলে কুর্দি নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতাবাদী

আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দিয়েছিল অনেকখানি।

২০১২ সালের জুলাইয়ে সিরিয়ার উত্তর ও উত্তর-পূর্বে একটি কুর্দি নেতৃত্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের উত্থান ঘটে। আইনগতভাবে না হলেও অঞ্চলটি ক্ষমতার দিক দিয়ে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করেছিল, নিঃসন্দেহে। কুর্দিদের এই অর্জন মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাবকে ঊর্ধ্বমুখী করে তোলে। পিপলস প্রোটেকশন ইউনিট (ওয়াইপিজি) এবং উইমেনস প্রোটেকশন ইউনিট (ওয়াইপিজে)-এর মতো কুর্দি বাহিনীগুলো আইসিসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সামরিক অভিযানে যেভাবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, সেটা আঞ্চলিক রাজনীতির অগ্রযাত্রায় কুর্দিদের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে জায়গা করে দেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তুরস্কের কুর্দিরাও আন্তর্জাতিক সংবাদের শিরোনাম হতে শুরু করেছে। কুর্দিপন্থী আন্দোলনের উত্থান এবং ২০১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকটি নির্বাচনে শক্তিশালী নির্বাচনী পারফরম্যান্স তাদেরকে তুরস্কে একটি প্রধান রাজনৈতিক পক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তুরস্কের কুর্দি দ্বন্দ্ব অবশ্য এখনো চলমান। গত এক দশকে ইতিবাচক উন্নয়ন সত্ত্বেও, তুরস্ক এখন পর্যন্ত কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি মিটমাট করার জন্য একটি বিকল্প প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে পারেনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই দ্বন্দ্বের সমাধান করাও আর সম্ভব হয়নি। গত এক দশকে, ইরানের কুর্দি আন্দোলন আবারো জেগে উঠবে বলে মনে হলেও সেখানে আন্দোলনের গভীরে থাকা বিভাজন ও বিভক্তির অবসান না হওয়ার কারণে সেটা এখনো সম্ভাবনা হিসেবেই রয়ে গেছে।

এই বইটি মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দি সংঘাতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছে। ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া আর ইরানের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দ্বন্দ্বে যেসব প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটেছে ও পরবর্তীতে এগুলোর ধারাবাহিকতায় আরো যেসব ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, এই বইয়ে সেগুলো তুলে আনা হয়েছে। এগুলোর গতিপথকে প্রভাবিত করা আঞ্চলিক ঘটনাবলিও এই বইয়ে নেড়েচেড়ে দেখা হয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক ঘটনাবলির একটা আপ-টু-ডেট এবং সহজ পরীক্ষণ উঠে এসেছে এই বইতে, সেইসাথে আলাদা আলাদা সংঘাতের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃনির্ভরতা এবং এসব সংঘাতে লিপ্ত কুর্দি রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যেসব সুযোগ আর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলোর উপরও

এই বইয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই বইটি সেইসব ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য, যারা মধ্যপ্রাচ্যের কুর্দি রাজনীতি এবং ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরানের কুর্দি সংঘাত নিয়ে পড়াশোনা করছেন। যাইহোক, আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রভাব এবং কুর্দি দ্বন্দ্বের সাথে যুক্ত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এই বইটি নীতিনির্ধারক, সাংবাদিক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত বিস্তৃত পাঠকশ্রেণীর সবার জন্যই আগ্রহের বিষয় হবে বলে আমি আশাবাদী।

লন্ডন, ইউকে

চেঙ্গিজ গুনেস

◈ ◈ ◈

অধ্যায় ১

পরিবর্তনশীল মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দিদের নবজাগরণ

এই অধ্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দি সমস্যার ইতিহাসের একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কুর্দি দ্বন্দ্বে সংঘটিত প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলি তুলে আনা হয়েছে এবং এগুলোর বিবর্তনের উপর আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাবও তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৬০ এর দশক থেকে, রাষ্ট্রশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে কুর্দি প্রতিরোধ আরো সংগঠিত রূপ নিতে শুরু করে। যদিও রাষ্ট্রগুলোর বিদ্রোহ বিরোধী প্রচেষ্টা কুর্দি সশস্ত্র কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে বেশ সফল হয়, কিন্তু তারা কুর্দি আন্দোলনগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইরাক, তুরস্ক এবং সিরিয়ায় কুর্দি আন্দোলনের মাধ্যমে কুর্দি রাজনৈতিক সক্রিয়তা একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে এবং নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা সক্ষম হয়েছে। সেইসাথে এই রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে তারা।

মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দি সমস্যার ইতিহাস দীর্ঘ এবং জটিল। চারটি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুর্দিরা বিশ্বের বুকে নিজস্ব রাষ্ট্রবিহীন জাতিগুলোর মধ্যে বৃহত্তম এক জাতি। সঠিক আদমশুমারি তথ্যের অভাবে এই অঞ্চলে কুর্দিদের সঠিক সংখ্যা ঠিক কতো, সেটা বলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কুর্দি জনসংখ্যা গণনা বেশ বিতর্কিত একটি বিষয়। যে চার দেশে কুর্দিদের বসবাস, তারা সবাই তাদের কুর্দি জনসংখ্যা কমিয়ে দেখাতে চায় আর উল্টোদিকে কুর্দি জাতীয়তাবাদীরা তাদের সংখ্যাকে বাড়িয়ে দেখাতে চায়।

আনুমানিকভাবে, কুর্দিরা ইরাক ও তুরস্কের জনসংখ্যার ২০% এবং

ইরান ও সিরিয়ার ১০%। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে কুর্দি জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ মিলিয়নের মতো।[১] এই অনুমান অনুসারে, এই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক কুর্দি তুরস্কে বাস করে এবং কুর্দি জনসংখ্যা সেখানে প্রায় ১৬ মিলিয়ন বলে অনুমান করা হয়। ইরাকে কুর্দি জনসংখ্যা আনুমানিক ৭ মিলিয়ন এবং ইরান ও সিরিয়ায় যথাক্রমে ৮ মিলিয়ন এবং ২ মিলিয়ন।

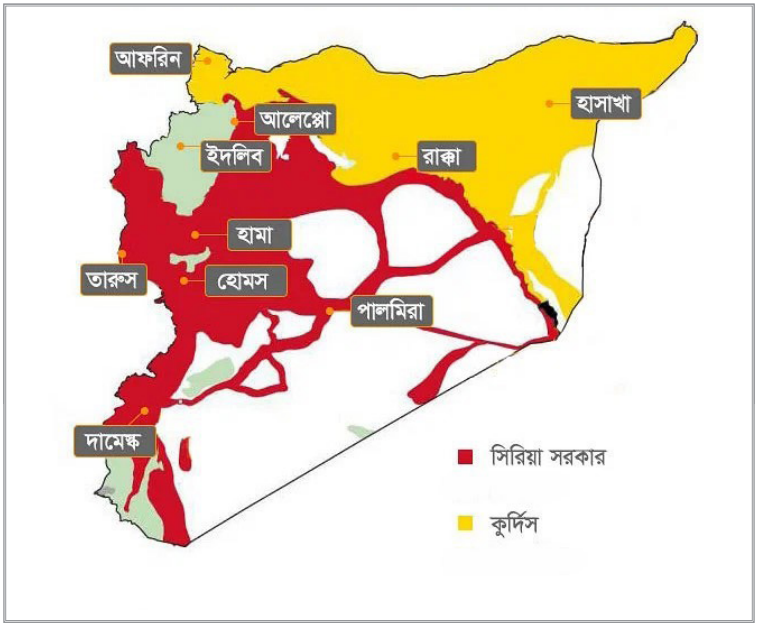

ইউরোপ, লেবানন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাক্তন প্রজাতন্ত্রের প্রবাসীদের মধ্যে বড়সড় কুর্দি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে, যাদের জনসংখ্যা প্রায় ২ মিলিয়ন। ইরাকের দোহুক, ইরবিল এবং সুলায়মানিয়াহ প্রদেশে কুর্দিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু বাগদাদে এবং কিরকুক, নিনেভেহ ও দিয়ালা প্রদেশেও প্রচুর সংখ্যক কুর্দি বসবাস করে। ইরানে কুর্দিদের বসবাস প্রধানত ইরান-

[১] Gurses, M. (2014). From War to Democracy: Transborder Kurdish Confict and Democratization. In D. Romano & M. Gurses (Eds.), Confict, Democratization and the Kurds in the Middle East: Turkey, Iran, Iraq and Syria (pp. 249–265). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

ইরাক এবং ইরান-তুরস্ক সীমান্ত বরাবর কুর্দিস্তান, ইলাম, কেরমানশাহ এবং পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে। ইরানের উত্তর-পূর্বে খোরাসানের ঐতিহাসিক অঞ্চলে ছোট ছোট কুর্দি জনগোষ্ঠী রয়েছে।

সিরিয়ায় কুর্দিদের বেশিরভাগ থাকে দেশটির উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। গৃহযুদ্ধের আগে আলেপ্পো আর দামেশকে কুর্দিদের বড় বড় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল।

তুরস্কে কুর্দিদের ঐতিহাসিক জন্মভূমি হচ্ছে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্বাঞ্চলে। বর্তমানে তুরস্কে বেশ কয়েকটি প্রদেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশেরও বেশি হচ্ছে কুর্দি: আদিয়ামান, আগ্রি, বাতমান, বিংগোল, বিতলিস, দিয়ারবাকির, হাক্কারি, মারদিন, মুস, সিরত, সিরনাক, উরফা, তুনসেলি এবং ভ্যান। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুর্দি ইলাজিগ, এরজুরুম, গাজিয়ানতেপ, কাহরামানমারাস এবং মালাতইয়া[২] প্রদেশগুলোর সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে। কেন্দ্রীয় আনাতোলিয়া, সিভাস, কায়সেরি, কোনিয়া, কিরশেহির এবং আঙ্কারায় ছোট ছোট কুর্দি জনগোষ্ঠী রয়েছে। এছাড়াও, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে, অনেক কুর্দি ১৯৫০-এর দশক থেকে কাজের সন্ধানে পশ্চিম তুরস্কে পাড়ি জমাচ্ছে।

১৯৮০'র দশকের শেষ থেকে ২০০০'র দশকের গোড়া পর্যন্ত, কুর্দি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বিরোধের তীব্রতা বাড়তে থাকে। সেনাবাহিনীর অভিযানে বাধ্য হয়ে অনেক কুর্দিকে তাদের গ্রাম থেকে চলে যেতে হয় এবং তারা পশ্চিম ও দক্ষিণ তুরস্কে বসতি স্থাপন করে। অনুমান করা হয় যে, ১৯৮০ এবং ১৯৯০'র দশকের শেষের দিকে ৪ মিলিয়ন কুর্দি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়।[৩] এই বাস্তুচ্যুতির ফলে কুর্দিদের বড় বড় জনগোষ্ঠী পশ্চিম তুরস্কে, বিশেষ করে ইস্তাম্বুল, ইজমির, মেরসিন, আদানা, আঙ্কারা, বুরসা এবং কোকেলিতে

---

[২] Sirkeci, I. (2000). Exploring the Kurdish Population in the Turkish Context. Genus, 56(1–2), 149–175.

[৩] Çelik, A. B. (2005). Transnationalisation of Human Right Norms and Its Impact on the Internally Displaced Kurds. Human Rights Quarterly, 27(3), 969–997. https://doi.org/10.1353/hrq.2005.0032.

বসবাস করতে শুরু করে। ইস্তাম্বুলের ১৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার ২০ শতাংশই হচ্ছে কুর্দি।[৪]

কুর্দিদের প্রধান ভাষা হচ্ছে কুরমানজি আর সোরানি। কুরমানজিতে প্রধানত তুরস্ক ও সিরিয়া এবং ইরাক ও ইরানের কিছু অংশে কথা বলা হয়। সোরানিতে কথা বলে ইরাক এবং ইরানের কুর্দিরা। ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে (KRI) সোরানি হচ্ছে শিক্ষাদানের ভাষা। এছাড়াও, তুরস্কের কুর্দি জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, সম্ভবত ২ মিলিয়নের মতো মানুষ, জাজাকি বা দিমিলি ভাষায় কথা বলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কুর্দিরা সুন্নি মুসলিম এবং ইরাক ও ইরানে সংখ্যালঘু কুর্দিরা শিয়া মতবাদ অনুসরণ করে থাকে। অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মের অনুসারী, যেমন আলেভিস, ইয়াজিদি এবং আহলি হকও কুর্দিদের মধ্যে বিদ্যমান।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে অসংখ্যবার কুর্দিরা তাদের জাতীয় অধিকার রক্ষায় এবং তাদের পরিচয় ও সংস্কৃতির উপর ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও তুরস্কের নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কুর্দিদের অসন্তোষ মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে এবং কুর্দি দ্বন্দ্ব এই অঞ্চলের অস্থিতিশীলতার একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হয়ে আছে। ১৯৬১ ও ১৯৭৫ সালের মধ্যে ইরাকে এবং আশি ও নব্বইয়ের দশকে তুরস্কে সংঘটিত কুর্দি বিদ্রোহ বিপুল সংখ্যক কুর্দিদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল নিপীড়ক রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। গত তিন দশকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ঘটনাবলি কুর্দি রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য সুবর্ণ এক সুযোগ এনে দিয়েছে। ২০০৫ সালে ইরাকে কুর্দি স্বায়ত্তশাসন সুসংহত হওয়া, ২০১২ সাল থেকে সিরিয়ায় একটি কুর্দি নেতৃত্বাধীন প্রকৃত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠা এবং গত এক দশকে তুরস্কে কুর্দিপন্থী আন্দোলনের নির্বাচনী সাফল্য[৫]—এই সবকিছু মিলিয়ে

---

[৪] Sönmez, M. (2015). Batı'ya Kürt Göçü ve G.Doğu'yu Kalkındırma Söylemi.... Iktisat ve Toplum, 31–32, 47–52.

[৫] উদাহরণস্বরূপ: ২০২৪ এ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এরদোয়ানের একেপি পার্টিকে পরাজিত করে ইস্তাম্বুলের মেয়র হয়েছেন কুর্দি সমর্থিত সিএইচপি পার্টির একরেম ইমামুগলো।

বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলোর প্রতি কুর্দি চ্যালেঞ্জ নতুন এক মাত্রা গ্রহণ করেছে।

কুর্দিদের এই পুনরুত্থান এমন সময়ে ঘটছে, যখন সিরিয়া সম্মুখীন হয়েছে অন্তহীন এক গৃহযুদ্ধের। এই গৃহযুদ্ধ সিরিয়ার ভূখণ্ডের উপর সিরিয়ার সার্বভৌম ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (ISIS)-এর উত্থানের সাথে সাথে সিরিয়ার সংঘাত প্রতিবেশী ইরাকেও ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে ওঠে।[৬] এই পরিস্থিতি ইরান এবং তুরস্ক উভয় দেশকেই এই অঞ্চলে তাদের প্রভাবের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে উৎসাহিত করে। সিরিয়ার ময়দানে কুর্দিদের এমন দুটি আঞ্চলিক শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে, যারা কুর্দিদের অর্জনকে সংকুচিত করতে আগ্রহী এবং এই অঞ্চলে বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর। অতীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যখন কুর্দি আন্দোলন তাদের জনগণের বড় একটি অংশকে এক করতে পেরেছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা কুর্দিস্তানের সমস্ত অংশে একযোগে সক্রিয় বিরোধ প্রত্যক্ষ করছি।

তাই, কুর্দি সমস্যা আবারো আঞ্চলিক রাজনীতির পুরনো বিতর্কে ঢুকে পড়েছে। কুর্দিদের জন্য বর্তমান অবস্থানে পৌঁছানো সহজ ছিল না। কিন্তু এই অঞ্চলে তাদের পুনরুত্থান টেকসই কি না, তা নিয়ে একটা প্রশ্ন রয়েই গেছে। মনে রাখা উচিত যে, আমরা চারটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং একটি আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের দিকে দৃষ্টি রাখছি। এই চারটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিটি দ্বন্দ্ব স্বতন্ত্র হলেও এগুলো একটি আরেকটির সাথে যুক্ত এবং প্রতিটি দ্বন্দ্বই এখনো চলমান। ফলে এখানে এসে উত্থান হয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের:

• কুর্দিরা কি এই অঞ্চলে নতুন একটি শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছে? তাদের স্বতন্ত্র জন্মভূমি গঠনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামনে কোন কোন বাধাগুলো কাজ করছে?

---

[৬] Gunes, C., & Lowe, R. (2015). The Impact of the Syrian War on Kurdish Politics Across the Middle East Research Report. London: The Royal Institute of International Affairs.

- মধ্যপ্রাচ্যে কুর্দি শক্তি কেমন রূপ নিতে পারে?
- কোন কোন অভ্যন্তরীণ এবং আঞ্চলিক উপাদান ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও সিরিয়ার কুর্দি সংঘাতকে সাম্প্রতিক গতিশীলতা এনে দিয়েছে?
- দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য নতুন পক্ষ হিসেবে কুর্দিদের উত্থান কী কী প্রভাব রাখবে এবং বিদ্যমান আঞ্চলিক শক্তির গতিশীলতাকে এটা কীভাবে প্রভাবিত করবে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা হয়েছে প্রতিটি কুর্দি দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ এবং সেগুলোর উপর আঞ্চলিক স্তরের প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাব নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে। এই অধ্যায়ের বাকি অংশে আমি এই জটিল ও বহুজাতিক দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক উৎস এবং ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণ এনেছি এবং এর রূপান্তরকে বৃহত্তর আঞ্চলিক ঘটনাবলির অংশ হিসেবেই উপস্থাপন করেছি।

১.১ কুর্দি সংকটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইতিহাসে দীর্ঘকাল থেকেই কুর্দি জনবসতির উপস্থিতির প্রমাণ মেলে এবং তাদের গোড়াটা প্রায়শই প্রাচীন মিডিসদের মধ্যেই পাওয়া যায়। মিডিসরা উত্তর-পশ্চিম ইরানের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করতো এবং খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে তারা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। কুর্দি জাতীয়তাবাদীরা কুর্দিদের ঐতিহাসিক উত্থান বর্ণনা করতে গিয়ে নওরোজ উৎসব আর কাওয়া দ্যা ব্ল্যাকস্মিথের কিংবদন্তীকে ব্যবহার করে এবং কুর্দি জাতির স্বর্ণযুগ হিসেবে মিডিয়ান সাম্রাজ্যকে চিত্রিত করে।[৭] দশম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খিলাফতের পতন এবং বিভক্তির পর বেশ কয়েকটি কুর্দি ইমারতের উত্থান ঘটে। শক্তি সঞ্চয় করে তারা বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। একাদশ

[৭] Aydın, D. (2014). Mobilising the Kurds: Newroz as a Myth. In C. Gunes & W. Zeydanlioglu (Eds.), The Kurdish Question in Turkey: New Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation (pp. 68–88). London and New York: Routledge.

শতাব্দীর পর থেকে কুর্দি ইমারত সেলজুক তুর্কিদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। তখন সেলজুকদের প্রভাব দিনদিন বেড়েই চলছিল। সেলজুকরা ১০৭১ সালে মালাজগির্দের যুদ্ধে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে হয়ে ওঠে এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকে উত্থান হয় উসমানী সাম্রাজ্যের। উসমানীদের উত্থান সাফাভী সাম্রাজ্যের সাথে একটি সামরিক দ্বন্দ্বের সূচনা করে এবং ১৫১৪ সালের অগাস্টে চালদিরানের যুদ্ধের পর কুর্দি জনবহুল অঞ্চলের একটি বড় অংশ উসমানী শাসনের অধীনে চলে আসে।

উসমানীদের বিজয়ের পর কুর্দি ইমারতগুলো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসে। উসমানী কর্তৃপক্ষ কুর্দি ইমারতগুলোর সমর্থন আদায় এবং সাফাভী সাম্রাজ্যের হুমকি মোকাবেলায় তাদের পাশে পাবার জন্য একটি সমঝোতা নীতি এবং একটি বিকেন্দ্রীকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৮] উসমানীদের সাথে বোঝাপড়ার ফল হিসেবে কুর্দি ইমারতগুলো প্রয়োজনের সময় উসমানী সেনাবাহিনীকে সৈন্য সরবরাহ করতো এবং সাম্রাজ্যের সীমানা রক্ষা করতো। এসবের বিনিময়ে 'বিভিন্ন মাত্রার স্বায়ত্তশাসন অর্জন করেছিল তারা'।[৯] এই সময়ের মধ্যে বিতলিসের ইমারত নিজেকে একটি কুর্দি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু উসমানী সাম্রাজ্য এই অঞ্চলে তার শাসনকে চ্যালেঞ্জ করবার মতো সম্ভাব্য সব প্রতিযোগীদের হটাতে আগ্রহী হওয়ায় ১৬৫৫ সালে ইমারতের অঞ্চলগুলোকে সরাসরি নিজ শাসনের অধীনে নিয়ে নেয়।[১০] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বেশ কিছু কুর্দি ইমারত উসমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে আরদালান এবং বাবানের কুর্দি ইমারতগুলো সাফাভী এবং পরবর্তীতে ইরানের কাজার

---

[৮] Kendal, N. (1993). The Kurds Under the Ottoman Empire. In G. Chaliand (Ed.), A People Without a Country: The Kurds and Kurdistan (pp. 11–37). New York: Olive Branch Press.

[৯] Eppel, M. (2016). A People Without a State: The Kurds from the Rise of Islam to the Dawn of Nationalism. Austin: University of Texas Press.

[১০] Eppel, M. (2016). A People Without a State: The Kurds from the Rise of Islam to the Dawn of Nationalism. Austin: University of Texas Press.